ডকুমেন্ট লিগালাইজেশন বা সত্যয়ন

বাংলাদেশী ছাত্ররা বিদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে গেলে অনেক সময় দূতাবাসের 'এলিজিবিলিটি সার্টিফিকেট' গ্রহণ করতে হয়। এক্ষেত্রে সেবাপ্রার্থী তাঁর এসএসসি/এইচএসসি-র সনদ ও ট্রান্সক্রিপ্ট ইমেইলে দূতাবাসে পাঠালে দূতাবাস অনলাইনে সেইগুলোর সত্যতা যাচাই করবে। সত্যতা পেলে সরকারী ফী পরিশোধ করে দূতাবাস থেকে 'এলিজিবিলিটি সার্টিফিকেট' সংগ্রহ করা যাবে। ফী দূতাবাসের ব্যাংক একাউন্টে জমা হলে প্রসেস শুরু হবে। ডাকযোগে সার্টিফিকেট গ্রহণ করলে সকল ব্যবস্থা সেবাপ্রার্থীকেই করতে হবে এবং সকল দায়দায়িত্ব সেবাপ্রার্থীর থাকবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ পোল্যান্ড, ইউক্রেন ও মলদোভায় ভ্যালিড করার জন্য দূতাবাসের লিগালাইজেশন বা সত্যয়ন প্রয়োজন হয়। এর জন্য নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করতে হবেঃ

০১। পোল্যান্ডে আনার পূর্বে ডকুমেন্ট বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সত্যয়ন করতে হবে। এ দূতাবাস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর সত্যয়ন-এর উপর কাউন্টার স্বাক্ষর করবে মাত্র;
০২। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এর সত্যয়নসহ ডকুমেন্টের স্ক্যান কপি দূতাবাসের ইমেইলে পাঠাতে হবে;
০৩। দূতাবাস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়-এ ইমেইল পাঠিয়ে যাচাই করবে যে আসলেই সেই ডকুমেন্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সত্যয়ন করা হয়েছিল কিনা;
০৪। যদি দূতাবাস তথ্য পায় যে, আসলেই সেই ডকুমেন্ট পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সত্যয়ন করা হয়েছিল, তাহলে দূতবাস ফোন বা ইমেইলে সেবাপ্রার্থীকে সরকারী ফী পরিশোধ করে তার রিসিট ইমেইলে পাঠাতে বলবে;
০৫। ফী দূতাবাসের ব্যাংক একাউন্টে জমা হলে ডকুমেন্ট দূতাবাসে পাঠাতে বলা হবে। সরাসরি হাতে বা ডাকযোগে ডকুমেন্ট পাঠানো যাবে;
০৬। দূতাবাস সই ও সীল দিয়ে ডকুমেন্ট ফেরত দেবে। ডাকযোগে ডকুমেন্ট সংগ্রহ করা যাবে;
০৭। ডাকযোগে ডকুমেন্ট প্রেরণ/গ্রহণ করলে সকল ব্যবস্থা সেবাপ্রার্থীকেই করতে হবে এবং সকল দায়দায়িত্ব সেবাপ্রার্থীর থাকবে।